দৈনিক জনকণ্ঠ

AUG 22 2002

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

স্কুলে স্কুলে চাঁদাবাজি, হুমকি, মুক্তিপণের জিম্মি

শংকর কুমার দে

রাজধানীতে স্কুলছাত্র ও শিশু অপহরণ, গুম, খুন, পাচার ব্যাপক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সন্ত্রাসী চক্রের মোটা অঙ্কের চাঁদার দাবি, শিশু বিত্তিশালীর অর্থলিপ্সা, মুক্তিপণ আদায়ের টার্গেটে পরিণত

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

শিশু হত্যার ভয়াবহতায়

(প্রথম পাতার পর)

হচ্ছে স্কুলছাত্র ও শিশুরা। স্কুলছাত্র শিহাব, বাপ্পি, রত্না, তন্ময় অপহরণ ও নৃশংসভাবে খুন হওয়ার ঘটনা অভিভাবক মহলে ও স্কুলগুলোতে আতঙ্ক, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমাগত উড়োচিঠি, টেলিফোনে হুমকি দেয়া হচ্ছে স্কুল ও অভিভাবকদের। রাজধানীর অসংখ্য স্কুলের আশপাশে বিরাজমান এ ধরনের অপরাধ মোকাবিলায় টহল পুলিশ ও পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে। কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের আইডিকার্ডের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও আইডিকার্ড চালু করেছে। তার পরও তাদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

শিশু অপহরণ, গুম, খুন, পাচার অপরাধে ঝুঁকি কম, অথচ মুনাফা বেশি হওয়ার কারণে এ ধরনের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি ও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সামান্য কোন প্রলোভন দিয়েই শিশুদের প্রলুব্ধ করে প্রথমে অপহরণ করার জন্য সুবিধা হচ্ছে। পরে চাঁদা ও মুক্তিপণ আদায়ের জন্য উড়োচিঠি প্রদান ও টেলিফোনে হুমকি দেয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসীদের দাবি মিটাতে ব্যর্থ হওয়ার পরিণামে শিশুদের খুন করা হচ্ছে নৃশংসভাবে। ক্রমাগত খুন বৃদ্ধি, খুনীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ার কারণে শিশু অপহরণ, গুম, খুন, পাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা জানান, আগে শিশু ও স্কুলছাত্রদের অপহরণ করা হতো পাচারের উদ্দেশ্যে। পাচারকারীরা শিশুদের অপহরণ করে উটের জকিতে ব্যবহারের জন্য পাচার করে দিত মধ্যপ্রাচ্যে। উটের জকি ও যৌন নিপীড়নের জন্য শিশু অপহরণ এখনও অব্যাহত আছে। চলতি আগস্ট মাসেই সাভারে পাচারকারীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৫ স্কুলছাত্রীকে। তাদের লালবাগ, কামরাঙ্গিরচর এলাকা থেকে অপহরণের পর উদ্ধার করা হয়। জুরাইনের ছাত্রী প্রিয়াকেও চলতি মাসেই অপহরণের পর উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর সন্ত্রাসীরা প্রিয়ার মা ও চাচাকে অপহরণ করে ৩ ঘণ্টা আটক রাখে স্থানীয় এক ক্লাবে। মামলা প্রত্যাহার করার চাপ প্রয়োগ করে তাদের হুমকি দেয়া হয় যে, যদি মামলা প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে তাদের সন্তানসহ তাদেরকে জবাই করে খুন করা হবে। মঙ্গলবার কুড়িল থেকে ফাতেমা আক্তার ময়ূরীকে অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুলের ছাত্র-অভিভাবকরা রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়ার পর তাকে রূপগঞ্জ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পাচারের সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণ ও খুন। সন্ত্রাসীদের মোটা অঙ্কের টাকার চাঁদাবাজির দাবিতে অপহরণ আতঙ্কের কবলে পড়েছে রাজধানীর অসংখ্য স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনগুলো।

লালবাগ এলাকার অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের দাবিতে ১০ শিশুছাত্রীকে অপহরণ করা হবে বলে উড়োচিঠির সূত্র ধরে সম্প্রতি গুজব আকারে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অগ্রণী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী মালিহা সুলতানা সায়মা নিখোঁজ হওয়ার পর তার পিতা থানায় জিডি করেন। পরে তাকে উদ্ধার করা হলেও গুজব আকারে অপহরণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ পাল্টা জিডি করে আতঙ্ক দূর করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। একই এলাকায় লিটল এ্যানজেল স্কুলে অনুরূপ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার পর পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ অপহরণ এড়াতে ছাত্রীদের সঙ্গে অভিভাবকদের আইডিকার্ড চালু করেছে, যাতে অপহরণকারীরা অপহরণের সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে। ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের আশপাশের এলাকায় পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে।

মোহাম্মদপুর থানাধীন স্যার সৈয়দ রোড, ইকবাল রোডের স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে চাঁদার দাবিতে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের অপহরণ হুমকি প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অপহরণ হুমকির কারণে অভিভাবকরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠানোর চিন্তাভাবনা করছেন নিরাপত্তার অভাবে। অনেক স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছেন, নিরাপত্তার অভাব দূর না হলে তারা শিক্ষা